১৪ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ অতি শিগগিরই : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৪ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েও নিয়োগের

অপেক্ষায় ছিলেন ১৪ হাজার ৩৮৪ জন প্রার্থী। এতদিনে তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে

যাচ্ছে। ‘অতি শিগগিরই’ তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের প্রথম দিনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

উপদেষ্টা মাহদী আমিন উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগে থাকছে বিশেষ শর্ত : গত ৮ ফেব্রুয়ারি ফল প্রকাশের পর দীর্ঘ সময় নিয়োগ না হওয়ায় প্রার্থীরা আন্দোলনে নামেন। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না। তবে শিক্ষকতার যোগ্যতায় কোনো ঘাটতি আছে কিনা, সেটি যাচাই করা হবে।

তিনি জানান, নিয়োগের পর শিক্ষকদের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (পিটিআই) পাঠানো হবে। সেখানে প্রশিক্ষণে অকৃতকার্য হলে তারা শিক্ষক হিসেবে স্থায়ী হতে পারবেন না। এ ছাড়া সরকারি বিধি অনুযায়ী, দুই বছরের শিক্ষানবিশকাল সফলভাবে সম্পন্ন করলেই কেবল তাদের চাকরি স্থায়ী করা হবে। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সবকিছুই দেশের শিক্ষার মঙ্গলের জন্য করা হচ্ছে, কোনো নেতিবাচক উদ্দেশ্য এখানে নেই।

কওমি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সমন্বয়: কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে সমন্বয় করার পরিকল্পনা তুলে ধরে ড. মিলন বলেন, ‘সাধারণ শিক্ষার এসএসসি, এইচএসসি বা মাস্টার্স পর্যায়ের সঙ্গে কওমি শিক্ষার স্তরগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। কওমি বোর্ডকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমরা চাই না তারা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকুক।’ এ বিষয়ে কওমি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইতিপূর্বে তিন দফা বৈঠক হয়েছে বলে তিনি জানান।

ডিসি সম্মেলন ও শিক্ষা সংস্কার : জেলা প্রশাসকদের প্রস্তাবনাগুলোকে ‘চমৎকার ও গ্রহণযোগ্য’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে ডিসিরা যেসব সংকট তুলে ধরেছেন, তা বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ‘বিগত দিনেও ডিসিরা এসব প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু কেন তা বাস্তবায়ন হয়নি সেটাই প্রশ্ন।’

শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি উপজেলায় মাল্টিপারপাস এক্সামিনেশন হল নির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ‘লার্ন উইথ জয়’ বা আনন্দময় শিক্ষা পদ্ধতি চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে চালু হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করবে।

১৮০ দিনের পরিকল্পনা: সরকারের ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচির মধ্যে ২৯টি প্রকল্প সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।